সংবাদ

তারিখ 26 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৭

ঢাকা : সোমবার ১৩ মাঘ ১৪১৫
Dhaka : Monday 26 January 2009

সম্পাদকীয়

মহিলা শিক্ষকদের কোটা : মাদ্রাসাওয়ালাদের কাছে নতিস্বীকার করবেন না

আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৯ সালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করেছিল। পরবর্তী বিএনপি-জামায়াত সরকার এর বিরোধিতা করলেও এর কোন পরিবর্তন করেনি। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এটা মেনে চলেনি। মহিলাদের কোটা প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল, হেডমাস্টার, এসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার, সুপারিনটেনডেন্ট ও এসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্টসহ সব পদেই এ বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে। গার্লস বা বয়েজ সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই নিয়মনীতি প্রযোজ্য হবে। অতীতে যে আনুপাতিক হারে নিয়োগ দেয়া হোক না কেন নতুন নিয়োগে এ নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক ছিল। এর আগে আওয়ামী লীগ যতদিন ক্ষমতায় ছিল ততদিন এটা মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছিল।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শতকরা ৩০ ভাগ শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগের তীব্র বিরোধিতা প্রথম থেকেই করে আসছে মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা বলছেন, মাদ্রাসা বা অনুরূপ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ নিয়ম মেনে চলা সম্ভব নয়। তারা বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগ্য মহিলা প্রার্থী পাওয়া যায় না। অথচ দেশে অনেক মহিলা মাদ্রাসা আছে। অন্যদিকে মাদ্রাসায় এবং মাদ্রাসা প্রশাসনে শুধু মাদ্রাসা থেকে পাস করা মহিলা নয়, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত প্রার্থীকেও নিয়োগ দেয়া হয়। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাদের আজকাল কোন অভাব নেই। বহু শিক্ষিত মহিলা বেকার হয়ে ঘরে বসে থাকেন। অতএব মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা নিয়োগ দেয়া অসম্ভব নয়। আসলে যারা মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত তারা পুরুষতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসী এবং মহিলাদের কোন ধরনের ছাড় দিতে চান না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালের মার্চ মাসে শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা নিয়োগের নীতি শিথিল করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ইংরেজি, গণিত ও শরীর চর্চা শিক্ষক নিয়োগে শিথিল করা হয়। এই নির্দেশ ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকার কথা বলে খবর পাওয়া গেল। অর্থাৎ নিয়োগে মহিলা ৩০ শতাংশ কোটা এখন এবং আরও এক বছর আর বাধ্যতামূলক নয়। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার এই পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ পরিবর্তনের জন্য দাবি উঠেছে।

আগের আওয়ামী লীগ সরকারের প্রবর্তিত মহিলা কোটা বিএনপি-জামায়াত পরিবর্তন না করলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার করেছিল। এখন সময় এসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০৭ সালের মার্চ মাসের নির্দেশ বাতিল করার। নতুন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একটি ইংরেজি দৈনিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বর্তমান সরকার সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষকদের কোটা বাড়াতে চায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শিক্ষকদের মহিলা কোটা যে কমানো হয়েছিল সে বিষয়টি বর্তমান সরকার পর্যালোচনা করে দেখবে। ৩০ শতাংশ কমানোর প্রশ্ন তো আসেই না বরং বাড়ানো যায় কি না তা বিবেচনা করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে দেশে বহুদিন থেকে মহিলারা বৈষম্যের শিকার। নতুন নিয়োগে ৩০ শতাংশ বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষকদের সংখ্যা ৩০ শতাংশ হতে বহুদিন লাগবে। তাতেও দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিরোধিতা করছে। এদের কাছে নতিস্বীকার করাটা হবে অন্যায় এবং নারীর প্রতি বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয়া।